অমর
চিত্র
কথা
নং ১২ টা. ৩.০০
শকুন্তলা
Pratap Mulick

শকুন্তলার গল্প প্রথম পাওয়া যায় মহাভারতের আদি পর্বে, প্রধান চরিত্রদের বংশপরিচয়ের সূত্রে। পরবর্তীকালে বিখ্যাত সংস্কৃত কবি ও নাট্যকার কালিদাস ঈষৎ পরিবর্তন ক'রে এই কাহিনীর নাট্যরূপ দেন।

শকুন্তলা মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও স্বর্গের অপ্সরী মেনকার কন্যা। মেনকা শকুন্তলার জন্মের পর তাকে ত্যাগ ক'রে যান। কণ্ব মুনি তাকে পেয়ে পালিতা কন্যা হিসেবে গ্রহণ করেন। একদিন অরণ্যে শিকার করতে গিয়ে রাজা দুষ্মন্ত তার দেখা পান এবং তাকে বিবাহ ক'রে রাজধানীতে ফিরে আসেন তাকে পরে নিয়ে যাবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে। পরে শকুন্তলা যখন তাঁর রাজসভায় গেল, তিনি তাকে অস্বীকার করলেন। অবশেষে তার দাবির সত্যতা প্রমাণিত হ'ল এবং দুজনে চিরতরে মিলিত হলেন। বলা হয়, পাণ্ডব-কৌরবদের পূর্বপুরুষ, তাঁদেরই পুত্র, ভরতের নামানুসারে আমাদের দেশের নাম হয়েছে 'ভারত'।

অনুবাদ: স্বপন মজুমদার • বর্ণালিপি: দেবব্রত ঘোষ

অমর চিত্রকথার
বাংলা সংস্করণের একমাত্র
পরিবেশক:
উচ্চারণ
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

Published by H G. Mirchandani for India Book House Education Trust, Mahalaxmi Chambers, 22, Bhulabhai Desai Road, Bombay-400 026 and printed by him at IBH Printers, Marol Naka, Mathuradas Vissanji Road, Andheri (East), Bombay-400 059.

Editor: Anant Pai

শকুন্তলা
স্বর্গের অপ্সরী মেনকা তার নবজাত শিশুটিকে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমের কাছে রেখে গেল।
BEN

মুনি তুলে নিলেন তাকে।

এই শিশু-কন্যাটিকে আমি গ্রহন করলাম, নাম দিলাম শকুন্তলা।

বড়ো হয়ে উঠতে লাগল শিশুটি, চারপাশের পশু-পাখির সঙ্গে সখ্য গড়ে উঠল তার।

একদিন হস্তিনাপুরের তরুন রাজা দুষ্মন্ত শিকার করতে এলেন সেই অরণ্যে।

দেখ! আমাদের সামনে এক সুন্দর হরিনী।

ঝড়ের বেগে গিয়ে আমরা সেটিকে শিকার করব।

আমি আর শিকার করব না। মহর্ষির আশীর্বাদ নিতে যাব আমি।

থাম! এ মহামুনি কণ্বের হরিনী।

আমার পোষাক ও অলঙ্কারাদি রাখ, আমি সাধারণ বেশে গিয়ে মুনির সঙ্গে দেখা করব।

কয়েকটি কন্ঠস্বর শুনে রাজা এক গাছের আড়ালে লুকোলেন।
প্রিয়া, দেখ না! একটা ভ্রমর আমায় বড় জ্বালাচ্ছে।

ভাগ্যবান্ ভ্রমর! তার ঐ সুন্দর মুখের স্পর্শ পায়।
তোকে সাহায্য করতে রাজাকে ডাক শকুন্তলা। প্রজার সাহায্য রাজার কর্তব্য।

আমি কি সহায়তা করতে পারি? তাহলে এ আর জ্বালাতন করতে পারবে না।
আপনি কে মহাশয়? এখানে আপনার আগমনের উদ্দেশ্য?

রাজা আমায় পাঠিয়েছেন তাঁর রাজ্য কীরকম চলছে দেখতে।
মুনি গেছেন ভ্রমণে। আপনি কি আমাদের অতিথি হবেন না?

লজ্জা পেয়ে শকুন্তলা চ'লে যাওয়ার চেষ্টা করে।
শকুন্তলা, তোর গাছে জল দেওয়ার জন্যে আমায় কী দিবি?
আমার অঙ্গুরীয় নাও। এই তোমার পুরস্কার।

সেই আংটিতে ছিল রাজার মোহর।
ও! আমাদের অতিথি রাজা স্বয়ং।
তাঁর আগমনে আমরা সম্মানিত হলুম।

চল, যাই গো। রাজার জন্যে কিছু ফল আর মধু নিয়ে আসি।

আঃ! কী সুন্দর তাঁর রূপ!

কী পৌরুষ-দীপ্ত মানুষ ইনি!

মার্জনা করবেন, রাজন। খুব সাধারণ আহার্যই আপনাকে দিতে পারি আমরা।

অনুগ্রহ ক'রে উপবেশন করুন, কিছু ফলাহার করুন আমাদের সঙ্গে।

রাজা যখন আহার করছেন, কয়েকজন তপস্বী এলেন সেখানে।

এই অরণ্যের দানবদের হাত থেকে আপনি কি আমাদের রক্ষা করবেন না? তারা আমাদের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে।

কয়েকদিন পর রাজা যখন দানবদের ওপর নজর রাখছেন তখন শুনতে পেলেন কয়েকটি কণ্ঠস্বর।
এখানে লুকিয়ে থাকি। সব শুনতে পাব।

বল, শকুন্তলা, তোকে এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন।

আমাদের রাজা কী ভাল আর কত সাহসী, তাঁর মতো কেউ যদি আমার স্বামী হ'ত। কিন্তু আমি তো গ্রামের এক সামান্য মেয়ে।
তোর যখন এত লজ্জা, চিঠি লেখ-না কেন তাকে? এই তো পদ্ম পাতা। এর ওপর নখ দিয়ে লেখ।

আমাকে কী মনে হয়, জানি না। কিন্তু আমার কাছে আপনি এ-বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মানুষ।

এ-চিঠি আমি পৌঁছে দেবই রাজাকে।

ও,ঐ তো তিনি আসছেন।
এ-পত্রলেখা শকুন্তলা পাঠিয়েছে।

বলো, তোমাদের বন্ধুর জন্য কী করতে পারি?
এটি পড়ুন। সে এখনই এসে পড়বে।

আয় প্রিয়ম্বদা, হরিণ আর শাবকদের খাবার দেবার সময় হয়েছে।
আমি তোমায় খুবই ভালবাসি, শকুন্তলা।
আমিও তোমায় ভাল-বাসি।

অরন্যের মানুষ যেমন করে, এসো সেইভাবে মালা বদল ক'রে আমরা বিবাহ করি।

কয়েকদিন পরে এক দূত এল।
মহারাজ হস্তিনাপুরে বিশেষ প্রয়োজন, আপনাকে অবিলম্বে যেতে হবে।
আমি এখনই যাচ্ছি।

আমাকে এখন যেতে হবে, প্রিয়তমা। এই আংটিটি সবসময় আঙুলে প'রে থেকো।

বিদায় শকুন্তলা! আমি গিয়েই আমার মন্ত্রীদের পাঠিয়ে দেব তোমায় আমার প্রাসাদে নিয়ে যেতে।

কিছুকাল পরে দুর্বাসা মুনি বেড়াতে এলেন আশ্রমে। শকুন্তলা তখন তার পতির চিন্তায় বিভোর।
আমার সখা কণ্ব কোথায়? এখানে কি কেউ অতিথিকে আপ্যায়ন পর্যন্ত করে না?

ক্রোধে অন্ধ হয়ে দুর্বাসা অভিশাপ দিলেন শকুন্তলাকে।
যার কথা ভাবতে-ভাবতে তুমি অতিথির প্রতি কর্তব্য বিস্মৃত হয়েছ, সে-ও তেমনি তোমাকে ভুলে যাবে।

প্রভুপাদ! কণ্বমুনি বাইরে গেছেন। অনুগ্রহ ক'রে শকুন্তলাকে মার্জনা করুন, সে জীবনে কখনও কাউকে আঘাত করেনি।
আমার অভিশাপ আমি ফিরিয়ে নিতে পারি না...তবে ঈষৎ পরিবর্তন করতে পারি মাত্র।

শকুন্তলাকে দেওয়া কোন অভিজ্ঞান দেখলে তবেই তাঁর মনে পড়বে তাকে।
অঙ্গুরীয়! রাজার আংটিই তো সে প'রে আছে।

কয়েক সপ্তাহ পরে
হায়! দুষ্মন্ত কবে আমায় নিতে লোক পাঠাবেন?
তাত কণ্ব থাকলে তিনিই বলতে পারতেন কী করা উচিত।

আশ্রমে ফিরে কণ্বমুনি এক দৈববাণী শুনতে পেলেন।
জয় হোক, মুনিবর! শকুন্তলা তার যোগ্য পাত্রে বিবাহিত হয়েছে। শীঘ্রই সে এক রাজচক্রবর্তী পুত্র লাভ করবে।

কন্যারা মুনিকে অভ্যর্থনা জানাল।
আমি শুভ সংবাদ শুনেছি। এবার আমরা তোমায় পতিগৃহে পাঠিয়ে দেব।

বৃদ্ধা গৌতমী ছিলেন শকুন্তলার মায়ের মতো, তিনি শকুন্তলার বিদায়ের আয়োজন করতে লাগলেন।
পাত্রীর উপযুক্ত পোশাক বা অলংকার আমাদের শকুন্তলার কিছুই নেই।
যারা ভালো ঈশ্বর সর্বদাই তাদের সহায়।

অকস্মাৎ এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল।
এই দেখ! কী সুন্দর পোশাক এখানে!
ডালে-ডালে ঝলমল করছে রত্নাবলী।

হ্যাঁরে শকুন্তলা এই পোশাকে তোকে কী সুন্দরই-না দেখাচ্ছে।
এবার তো প্রাসাদে থাকবি তুই, তোর গরীব বন্ধুদের আর মনেই পড়বে না।

হে আরণ্য প্রাণীকুল। যে সর্বদা তোমাদের ভালবেসেছে, যত্ন করেছে, সেই শকুন্তলাকে আজ বিদায় দাও।

তাত কণ্বও ছিলেন বিষণ্ন। পাতা ঝরিয়ে বৃক্ষকুল তাদের অশ্রুমোচন করল। হরিণেরা খাওয়া ভুলে গেল। ময়ূরীরা নাচ-বন্ধ করে-দিল।

বৈভবে গর্বিত হ'য়ো না বৎসে! বিশ্বস্ত ও মনোরমা ভার্যা হও।
আপনি যা বললেন আমি তাই-ই করব তাত।
তাকে ছেড়ে আমাদের কত একা লাগবে।

বিদায় শকুন্তলা, রাজার দেওয়া আংটিটা যত্নে রাখিস।

কয়েকদিন পরে তারা গঙ্গার তীরে গিয়ে পৌঁছল।
এই পুন্যসলিলে অবগাহন ক'রে আমরা প্রার্থনা করব।
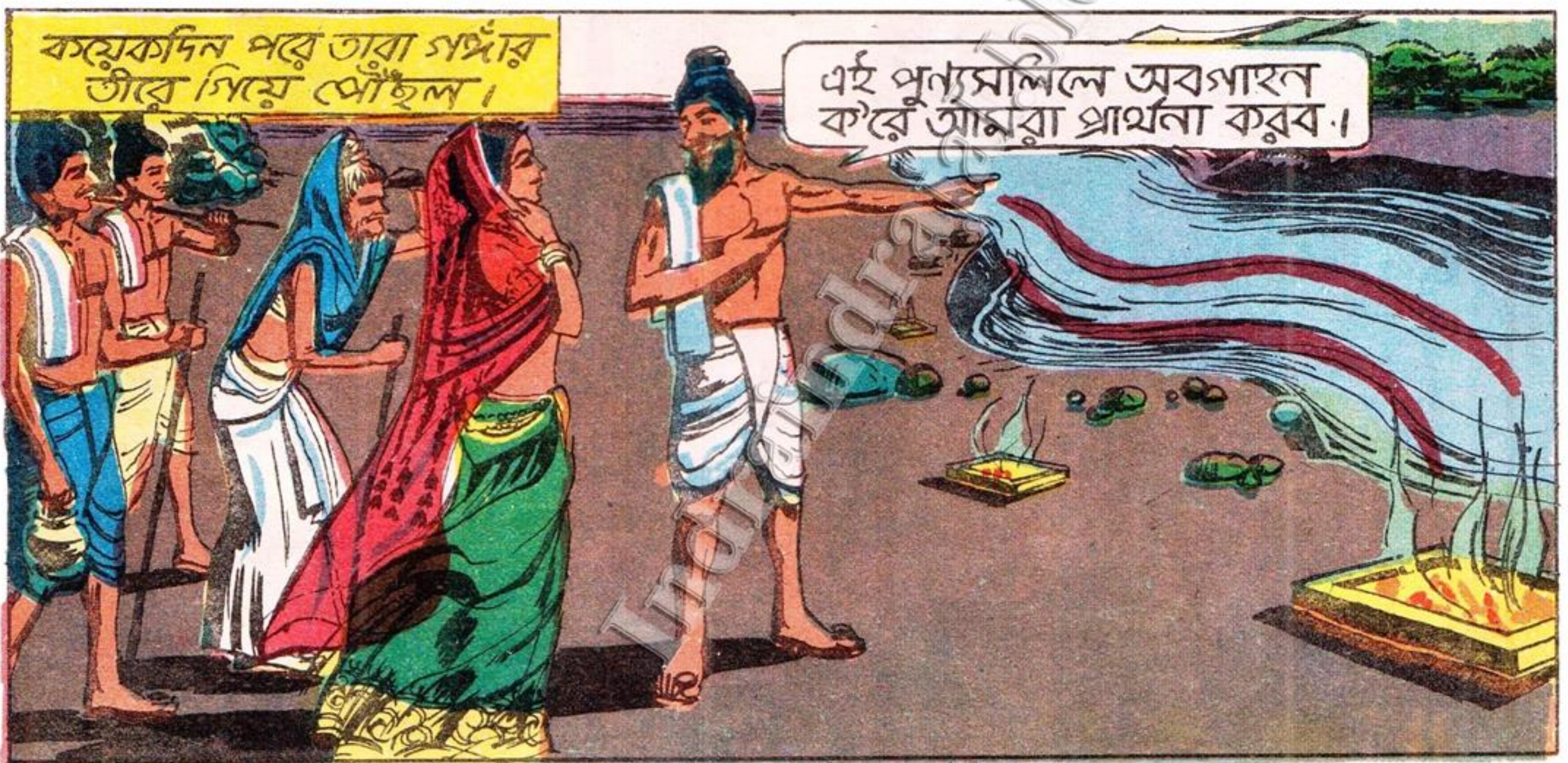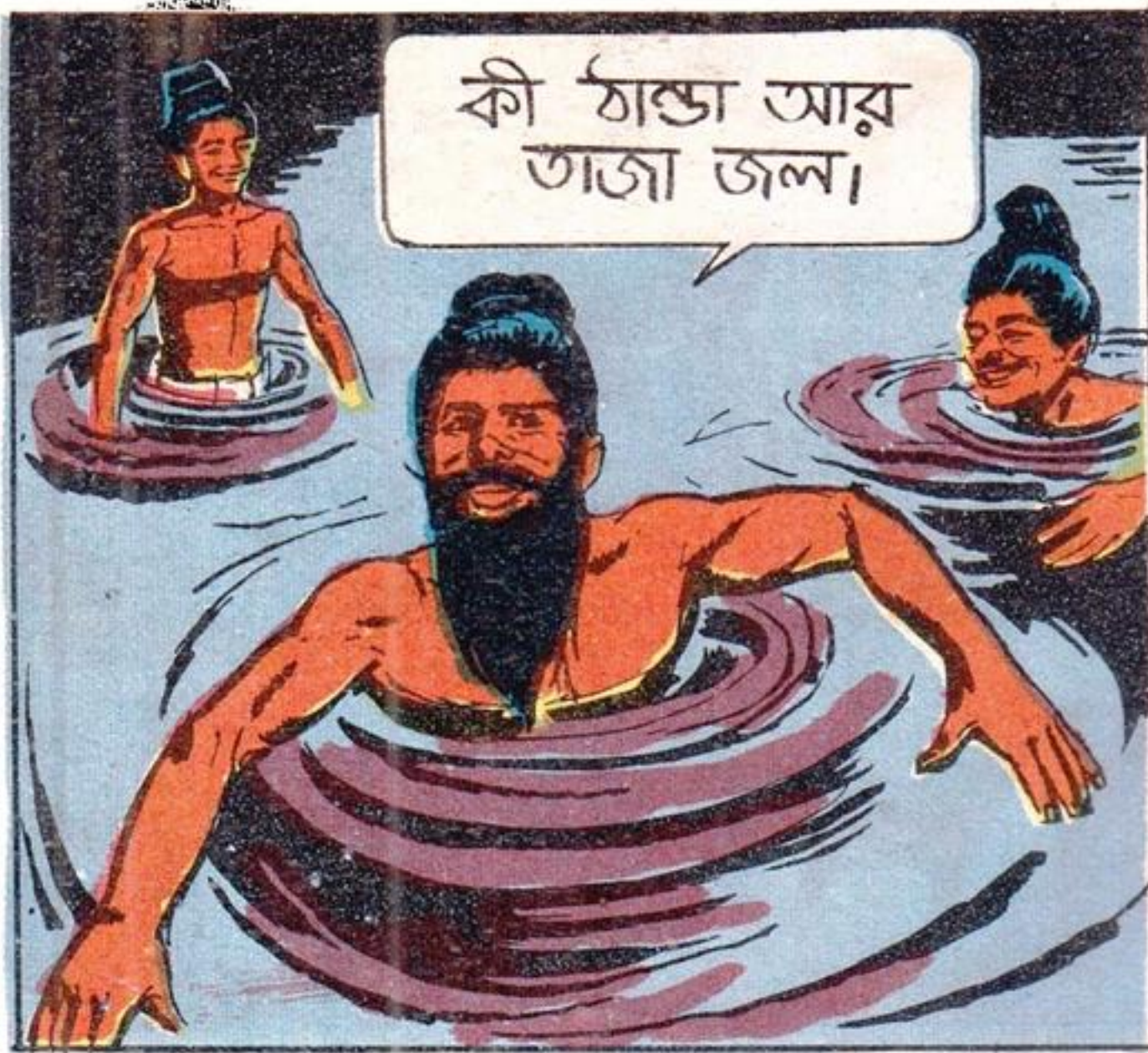
কী ঠান্ডা আর তাজা জল।
এই ঠান্ডা জল পান করা যাক।
কিছুক্ষণ পরে তারা হস্তিনা-পুরে নগরে প্রবেশ করল।
Amar
এই সেই প্রাসাদ। অবশেষে আমরা এসে পৌঁছেছি।

দুর্বাসার অভিশাপ ফলেছে। রাজা শকুন্তলাকে বিস্মৃত হয়েছেন।
মহারাজ, কণ্বমুনির কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আশ্রমিক আপনার দর্শনপ্রার্থী।
বুঝতে পারছি না, আমার সঙ্গে তাদের কী প্রয়োজন।

মহামুনি কণ্ব আপনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এবং আপনার স্ত্রী শকুন্তলাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তিনি অচিরেই মা হবেন।

রাজা তখন বিস্ময়ে বিমূঢ়।
আপনি আপনার স্ত্রী শকুন্তলাকে কি মনে করতে পারছেন না?

সে-নামে আমি তো কাউকে চিনি না। তুমি নিশ্চয়ই ভুল করেছ।

কী আশ্চর্য। কোন মানুষ তার স্ত্রীকে ভুলতে পারে।

শকুন্তলা, রাজা তোকে যে-আংটিটা দিয়েছিল, সেটা দেখাচ্ছিস না কেন?

এই যে আংটি আপনি আমায় দিয়েছিলেন। হায়, কোথায় গেল? আমি তো কখনও খুলিনি।

আংটিটা নিশ্চয়ই এখানে কোথাও প'ড়ে গিয়েছে। আয় খুঁজে দেখি।

আমি তো বুঝতেই পারছি না, তোমরা কী সব বলছ।
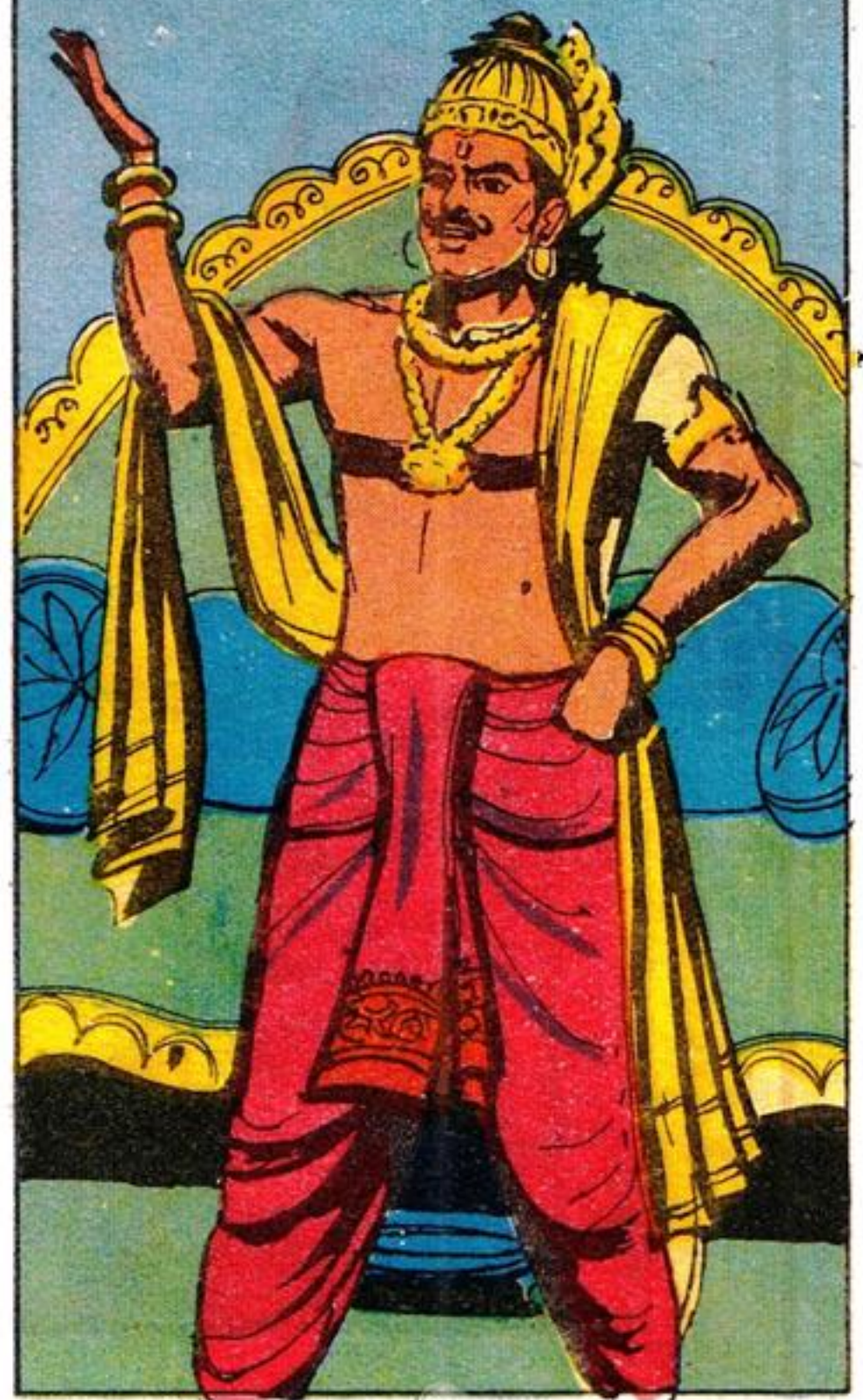
শকুন্তলা, তোর ঘোমটা খোল। রাজা নিশ্চয়ই মুখ দেখে তোকে চিনতে পারবে।
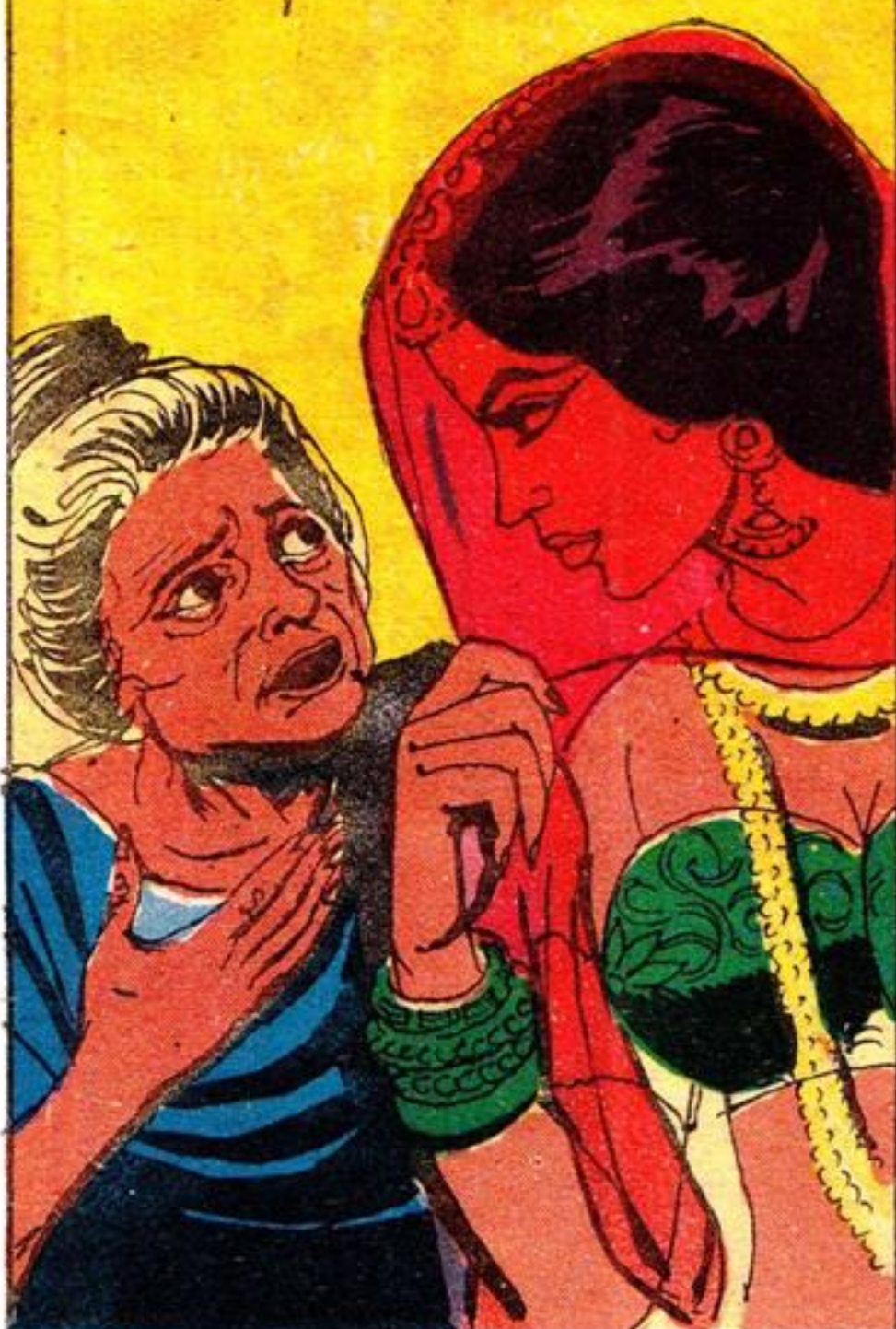
তোমার মুখশ্রী সত্যিই রমণীয়। কিন্তু আমি এর আগে কখনও তোমায় দেখিনি।
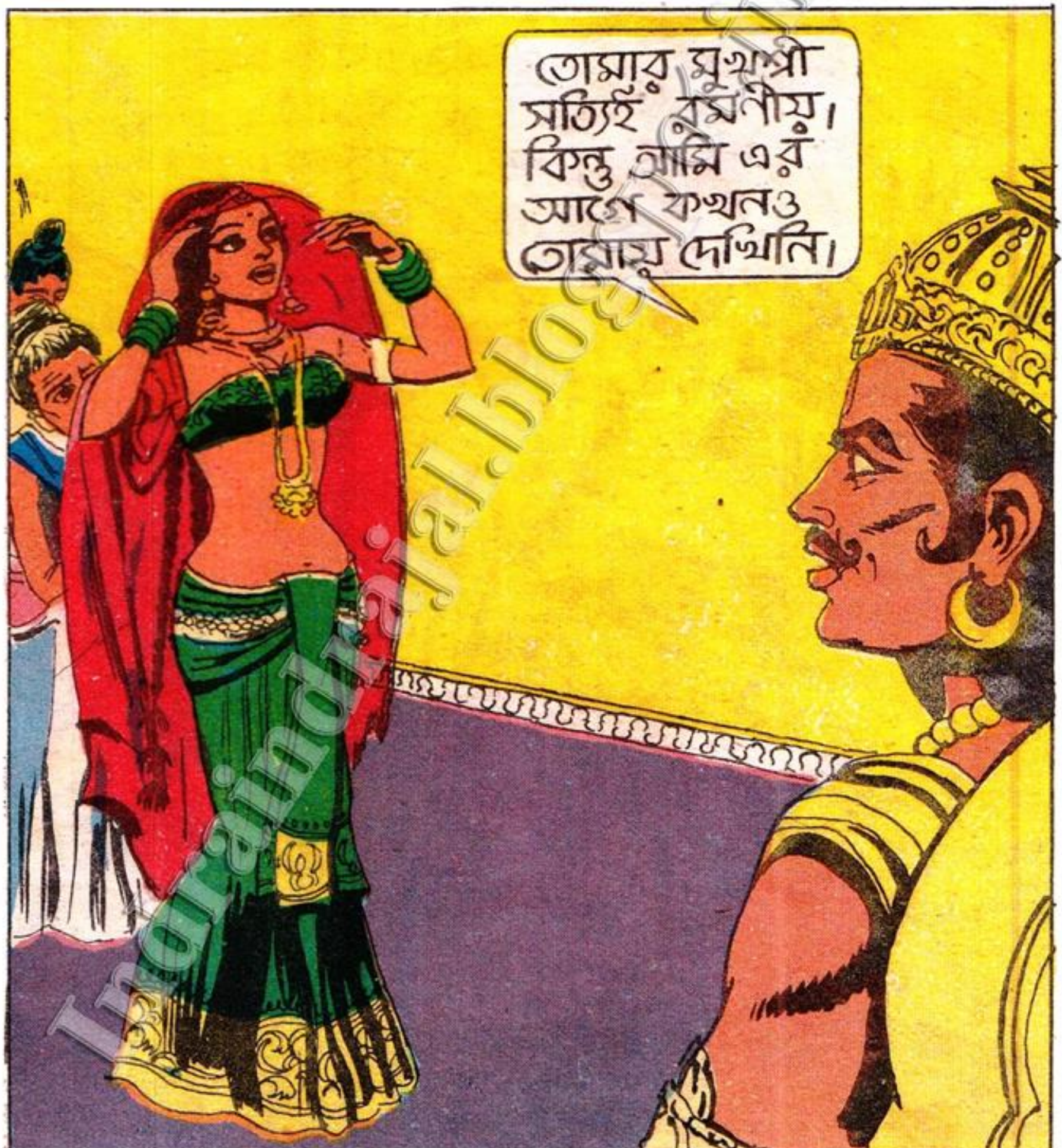
আপনার মনে পড়ছে না, একদিন কীভাবে পদ্মের দলে বৃষ্টির জল ধরে আমার প্রিয় হরিণশাবকটিকে দিয়েছিলেন, কিন্তু সে পান করেনি।
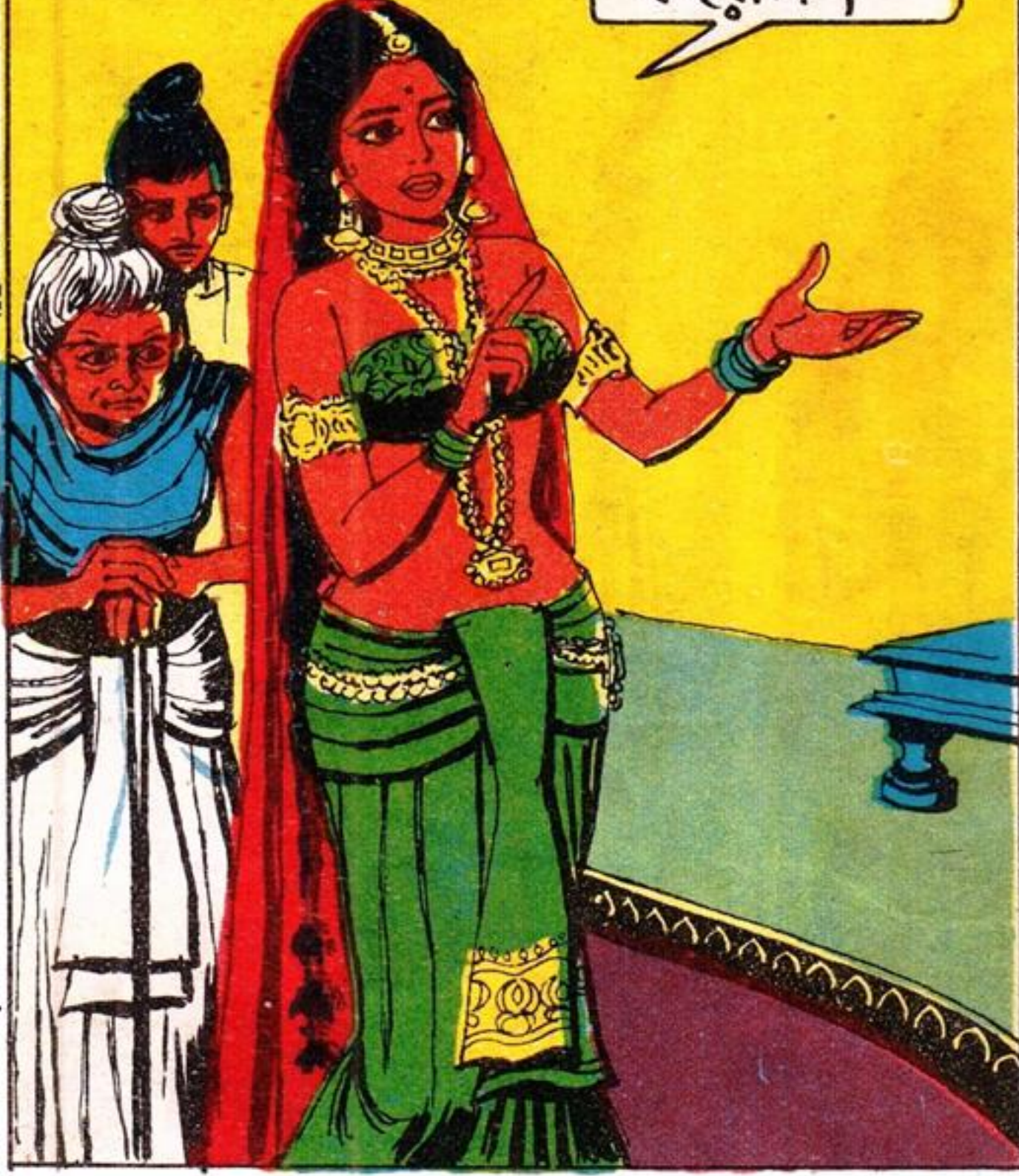
কিন্তু আমি যখন দিলাম, খুশি হয়ে সে পান করল। আপনি তখনি বললেন: তোমরা দুজনেই অরণ্যের শিশু, তাই তোমাদের এত ভাব.... আর....
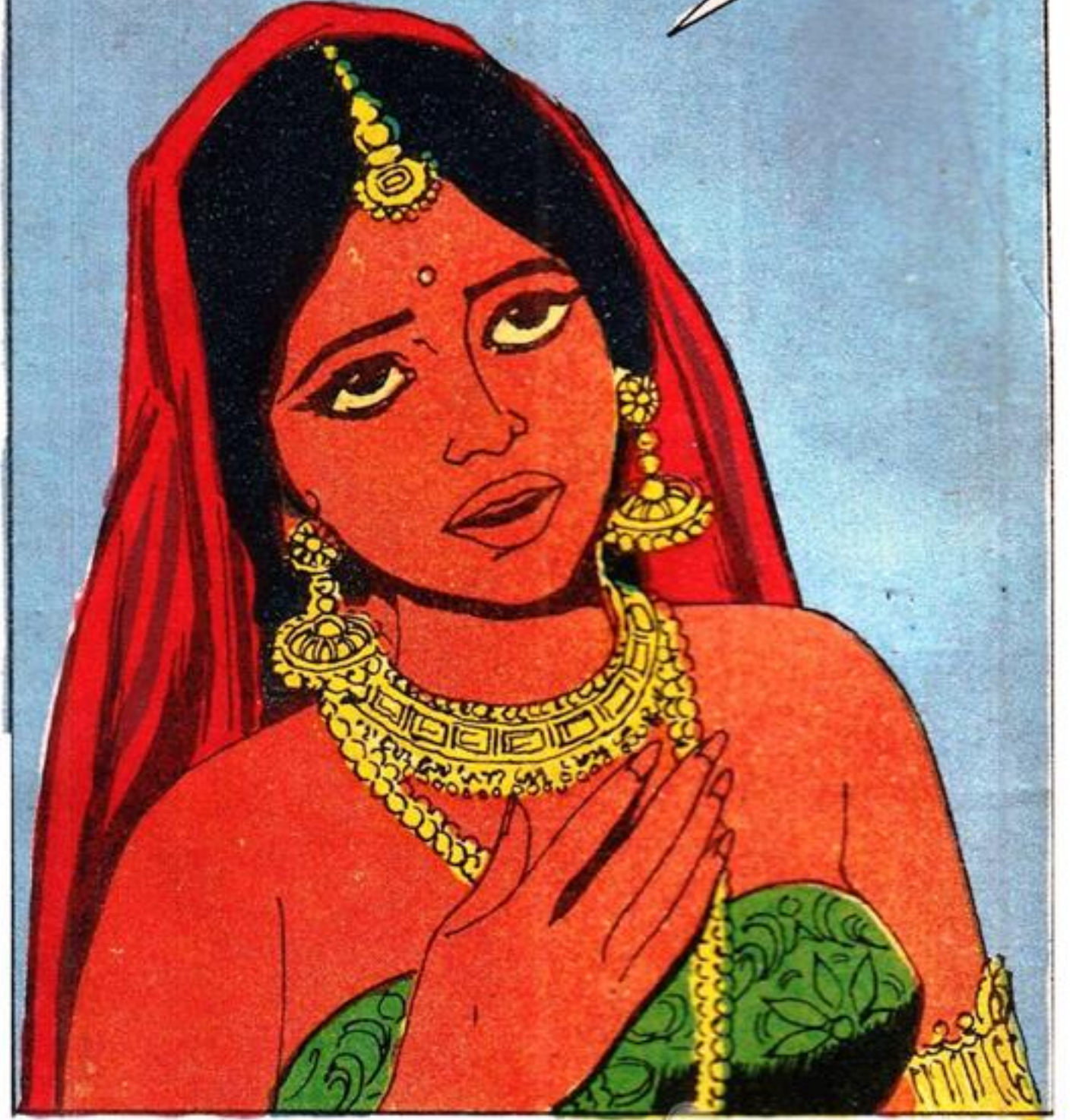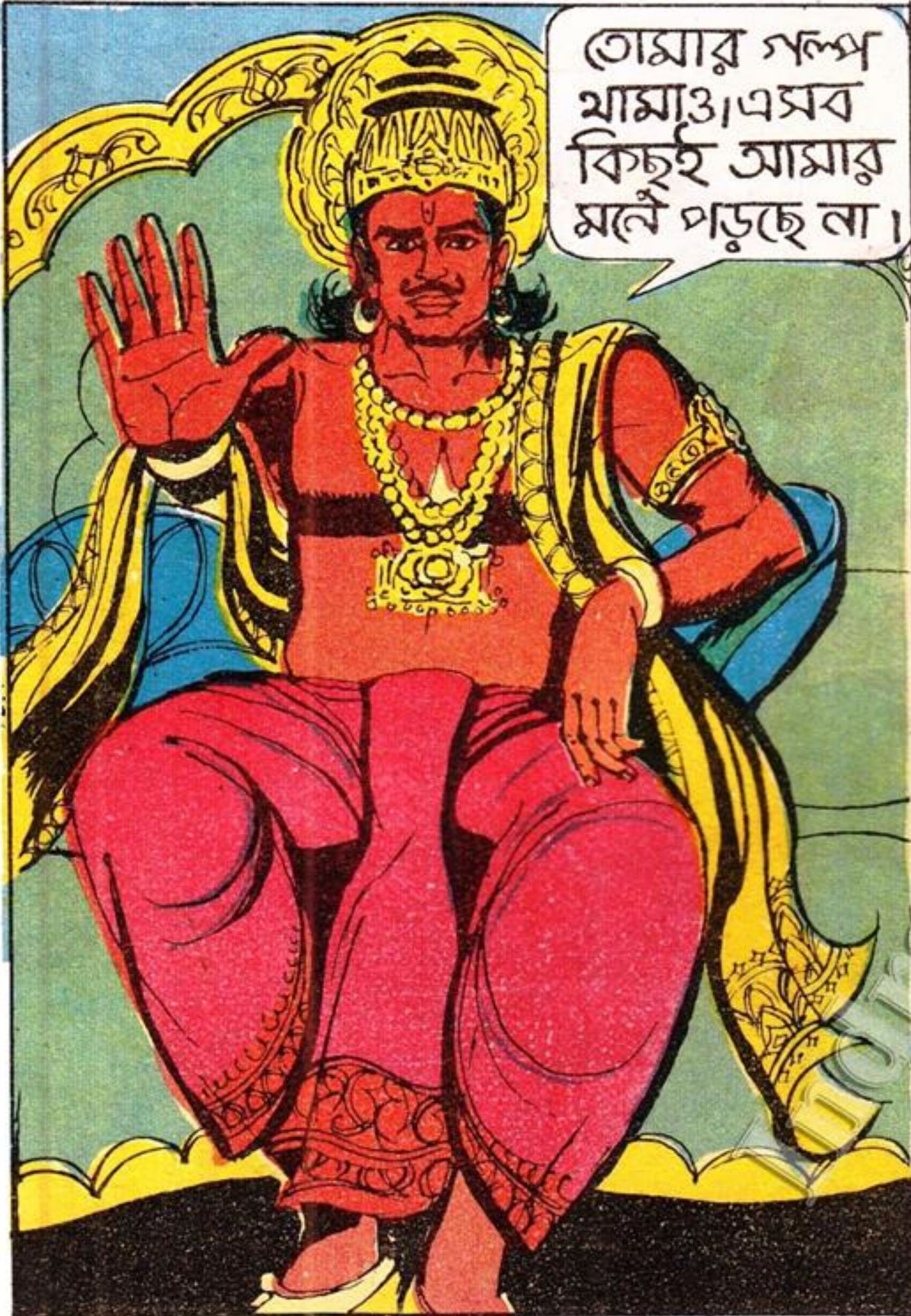
তোমার গল্প থামাও। এসব কিছুই আমার মনে পড়ছে না।

হায় দুষ্মন্ত! নিজের স্ত্রীকে অস্বীকার করা তোমার কলঙ্ক।

কোন ফল হবে না—চল আমরা শকুন্তলাকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমে ফিরে যাই।
না। স্ত্রীর স্থান তার স্বামীর পাশে। আমরা তাকে এখানেই রেখে যাব।

চলি রে শকুন্তলা তোকে এভাবে রেখে যেতে আমার মন সরছে না রে!
আমি একে আমার কুটীরে নিয়ে যাব—সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত সে আমারই তত্ত্বাবধানে থাকবে।

কান্না থামাও। আমাদের রাজপুরোহিতের সঙ্গে যাও।
কোথায় যে মেয়েটিকে দেখেছি কিছুতেই মনে করতে পারছি না।
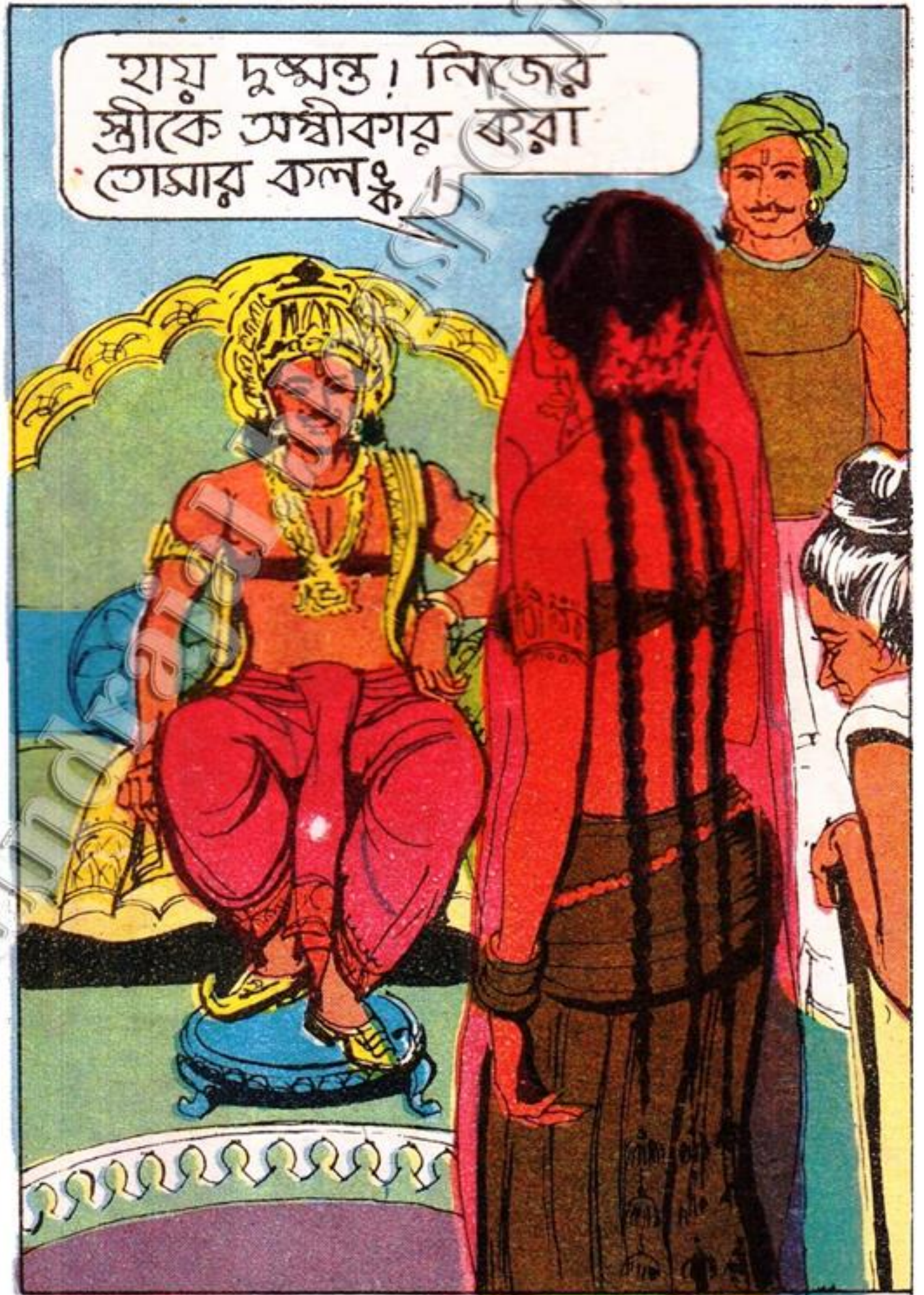
হঠাৎ এক উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত হ'ল আকাশে। শকুন্তলার মা আবির্ভূত হলেন।
কে এই স্বর্গের অপ্সরী?

অপ্সরী শকুন্তলাকে নিয়ে চ'লে গেলেন মেঘের রাজ্যে।
কী আশ্চর্য! রাজাকে এ-কথা বলতেই হবে।

কয়েকদিন পরে এক জেলে ধরা পড়ল বাজারে।
আমায় ছেড়ে দাও। আমি আংটি চুরি করিনি।
ব্যাটা চোর। এ তো রাজার আংটি। এই তো তাঁর মোহর।

তাহলে, রাজা বোধহয় আংটিটা তোকে উপহার দিয়েছিল। হাঃ হাঃ
মিথ্যুক! নে এটা, ওটা নে।

চল ব্যাটাকে টেনে নিয়ে যাই রাজার কাছে। রাজা নিশ্চই আমাদের পুরস্কার দেবেন।

মহারাজ। এই জেলে আপনার একটা আংটি বিক্রির চেষ্টা করছিল, এ একটা চোর।
এই সেই আংটি এতে আপনার মোহর আঁকা।

রাজা, আমায় মারবেন না, আমি সত্যি বলছি। আমি আজ একটা মাছ ধরেছিলাম, তার পেটের ভেতরে এ-আংটিটা পেয়েছি।

হায় এখন আমার সব মনে পড়েছে। আমার স্ত্রী শকুন্তলার কাছ থেকে বিদায়
নেবার সময় এই আংটিটা আমি তাকে দিয়েছিলাম।

ধীবরটিকে এক থলি স্বর্ণমুদ্রা দাও; সে আমার বিশেষ উপ-কার করেছে।

জেলে তার পুরস্কার পেল।
হে মহানুভব রাজন্। আমার প্রতি আপনার করুণার কথা আমি কখনও ভুলব না।
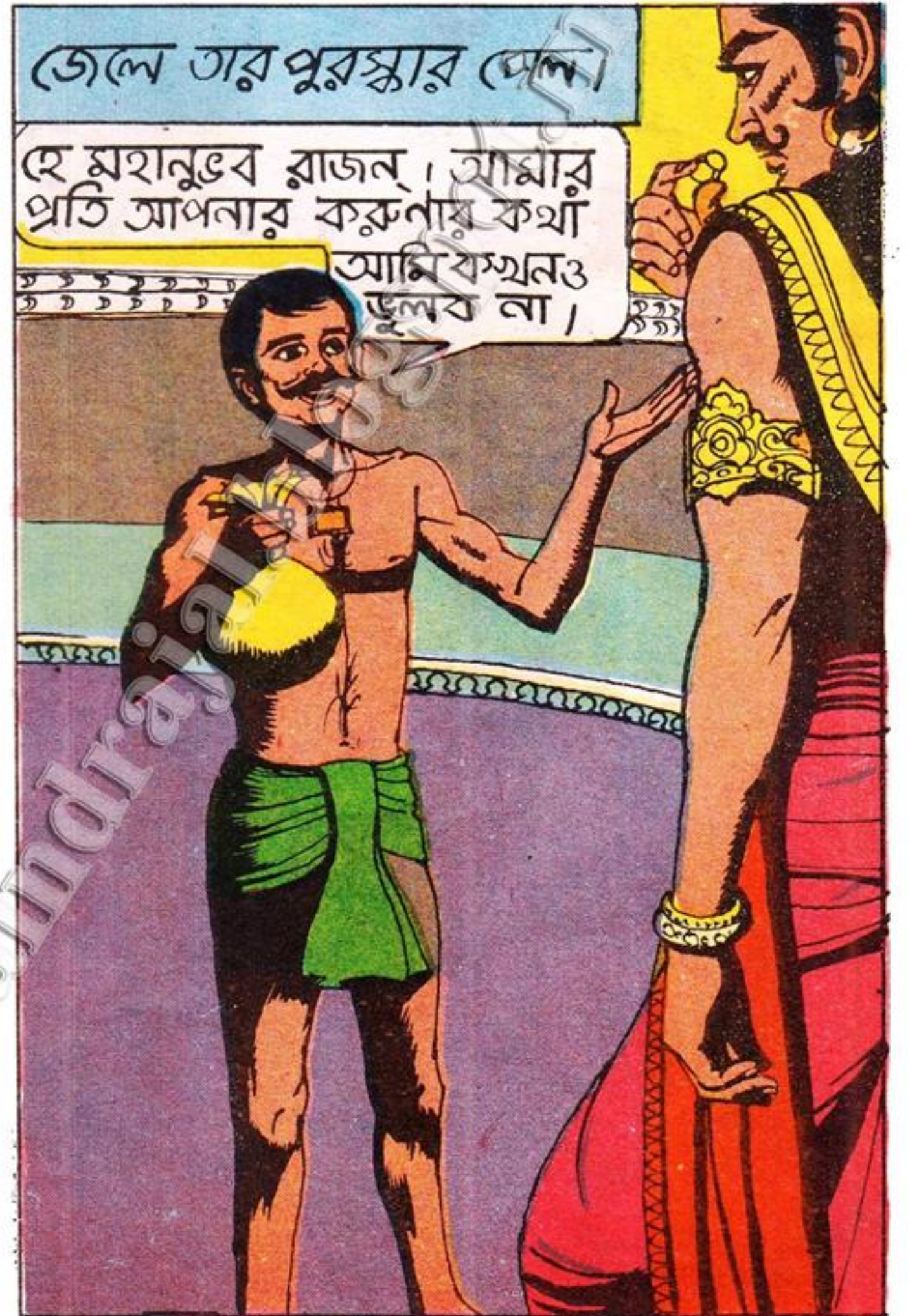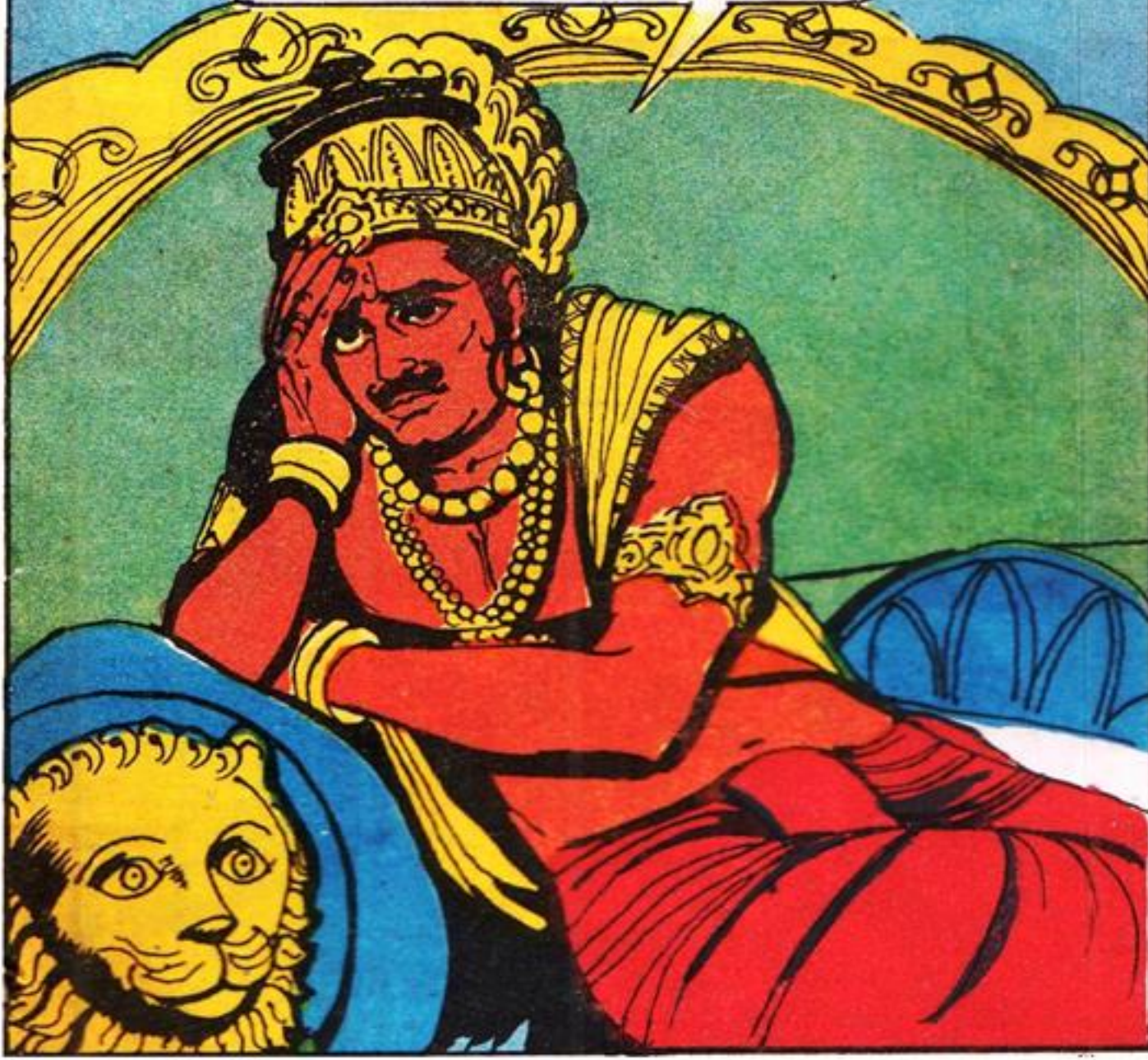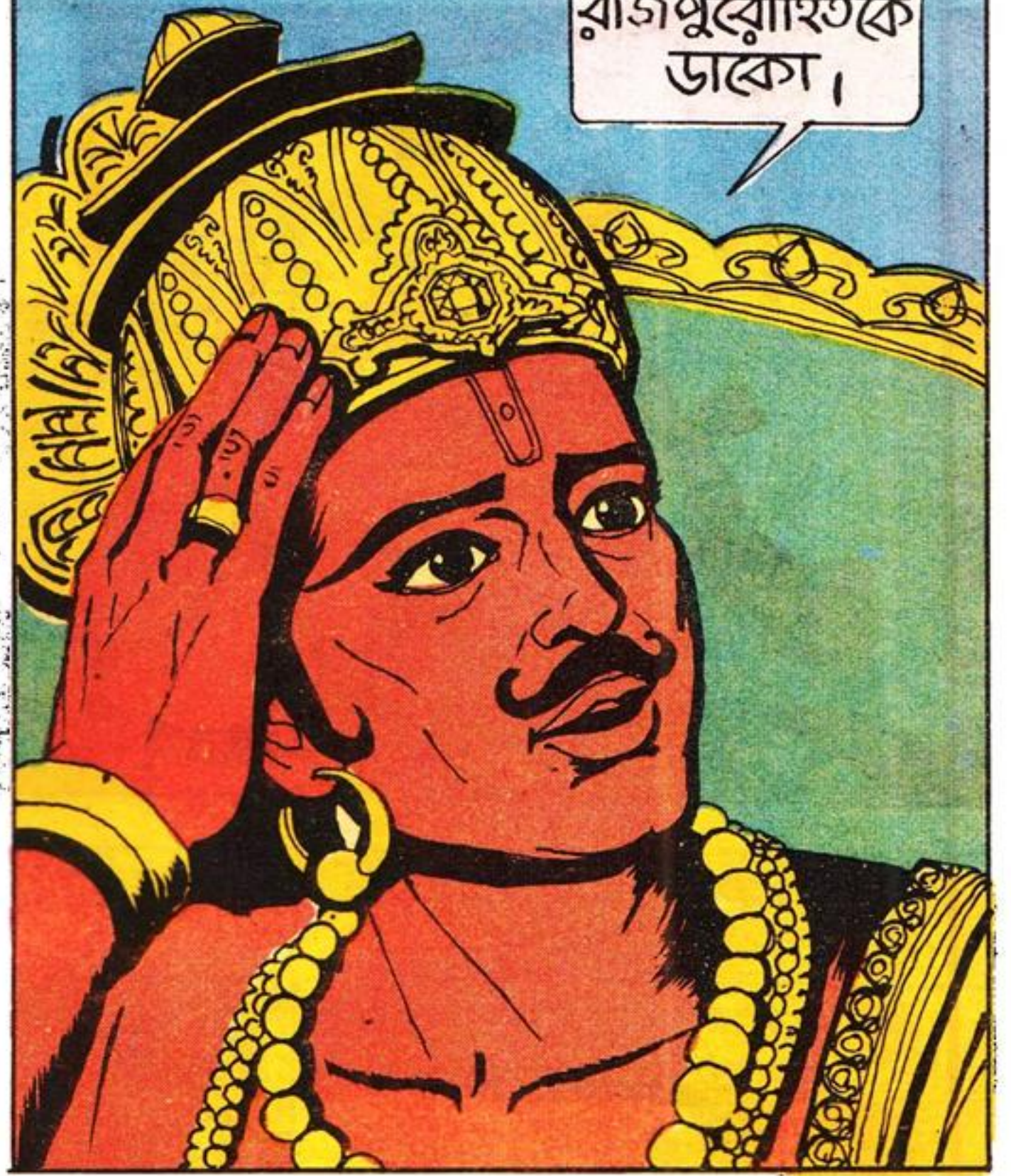
কোথায় আমার স্ত্রী শকুন্তলা? কে আমার প্রিয়তমাকে আমায় ফিরিয়ে দেবে?

এক অপ্সরী তাকে নিয়ে গেছে। আর তাকে ফিরে পাওয়া যাবে না।

দুঃখের ভার লাঘব করতে রাজা শকুন্তলার ছবি আঁকলেন।
এ হ'ল উদ্যানে সুন্দরী শকুন্তলা। এই তার যুঁই লতা আর এইতার প্রিয় হরিণশাবক...

রাজা কয়েকটি নিঃসঙ্গ বৎসর কাটিয়ে দিলেন শুধু শকুন্তলার কথা ভেবে। একদিন—
দেবরাজ ইন্দ্র মাতলিকে দিয়েএক বার্তা পাঠিয়েছেন।
তাকে ভিতরে নিয়ে এসো।

অসুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দেবতারা আপনার সহায়তা প্রত্যাশা করছেন।
আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত।

অসুর ও দেবতাদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হল।
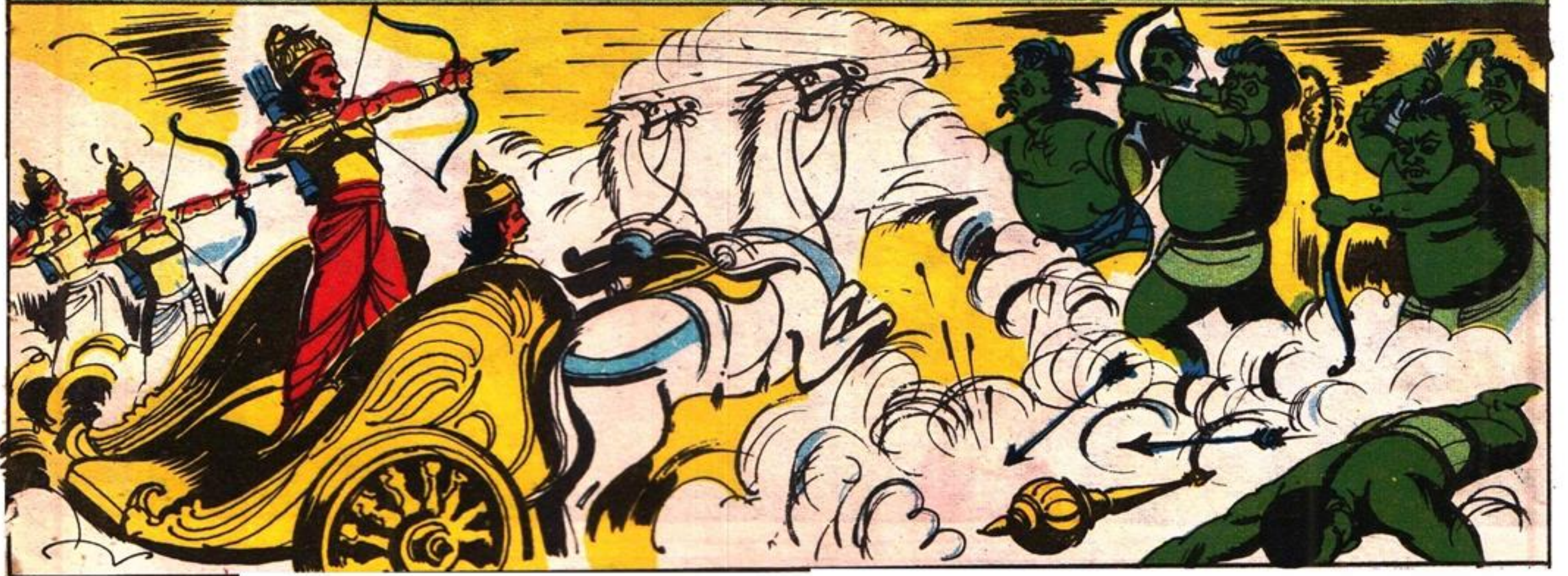
যুদ্ধে দেবতারা জয়ী হল, মাতলির উড়ন্ত রথে দুষ্মন্ত মর্ত্যে ফিরে এলেন।
কী সুন্দর দৃশ্য! মর্ত্যবাসীরা কত-না উৎফুল্ল। কেবল আমি একাই অসুখী।

বিদায় দুষ্মন্ত! ঈশ্বর আপনার সাহসিকতার যোগ্য পুরস্কার দেবেন।
আমি কোথায় এলাম? এমন আশ্চর্য স্থান আমি আগে কখনও দেখিনি।

কী সাহসী আর সুন্দর দেখতে ছেলেটা।

আগে আমায় খেলনা দাও; তারপর দেখব সিংহছানাটাকে কী করা যায়।

অবাক! খুব আশ্চর্য।

আমার মধ্যে আশ্চর্যের কী আছে ?
ছেলেটা কিছুতেই সিংহের বাচ্চাটাকে যেতে দেবে না।
আপনাকে দেখতে ঠিক ভরতের মতো।

খোকা সিংহের বাচ্চাটাকে ছেড়ে দাও, ও খেলবে।
ভরতের কবচ খুলে পড়ে গেছে।

রাজা কবচের দিকে হাত বাড়ালেন।
থামুন ! কবচে হাত দেবেন না।
এই উনি ওটা তুলে নিয়েছেন।

কেন, আমি কবচে হাত দেব না কেন?

এ মারীচ মুনির দেওয়া এক মন্ত্রঃপূত কবচ। যাতে বালকটির কোন অমঙ্গল না-হয়, তাই হাতে বাঁধা ছিল, শুধু ওর বাবা-মা ওটাতে হাত দিতে পারেন।

যদি অন্য কেউ হাত দেয়, তাহ'লে কী হবে।
কবচটা সাপের আকার ধরে তাকে দংশন করবে।

রাজা দৌড়ে গিয়ে শিশুটিকে কোলে তুলে নিলেন।
হে বৎস! পুত্র আমার!
আমি তোমার ছেলে না। তুমি না, রাজাধিরাজ দুষ্মন্ত আমার বাবা।

খোকা, আমায় তোমার মা শকুন্তলার কাছে নিয়ে চলো। তিনি তোমায় ব'লে দেবেন আমি কে।

মা দেখ, এই লোকটা কেবলই আমায় বলছে তার ছেলে। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।
ও, দুষ্মন্ত! এতদিন পরে এলে!

প্রিয় শকুন্তলা! তোমায় বিস্মৃত হওয়ার জন্য আমায় ক্ষমা করো। তোমার আংটিটা পেয়ে, আমার সব মনে পড়ল,
ইনি সত্যিই তোমার বাবা পুত্র!

এখনই আমি তোমাদের দুজনকে নিয়ে যাব আমার রাজধানীতে।
না, তার আগে যাব তাত মারীচের কাছে। মা মেনকা তাঁর কাছেই এতদিন আমায় রেখে গিয়েছিলেন।
কিন্তু বাবা, তার আগে আমার পোষাজন্তুগুলোকে দেখবে চলো।

তাত মারীচ, তাত মারীচ! তোমার জন্যে একটা খুব ভাল খবর এনেছি। এতদিন পরে বাবা এসেছে আমায় তার রাজধানীতে নিয়ে যেতে।
এ সত্যিই আনন্দের খবর।

তাত মারীচ, আমার স্বামী আমায় তাঁর সঙ্গে রাজধানীতে নিয়ে যেতে আপনার অনুমতি চান।
তার সঙ্গে আমাকেও!
স্বাগত, রাজা দুষ্মন্ত।

আমি সানন্দে শকুন্তলা ও ভরতকে সঙ্গে নিয়ে তোমায় যাবার অনুমতি দিলাম।
কন্যা, তোমায় আশীর্বাদ করি। দুর্বাসা মুনির শাপগ্রস্ত হয়েই দুষ্মন্ত তোমায় ভুলে গিয়েছিল

তোমার প্রজাবর্গের আনন্দের জন্য সর্বদা যত্ন ক'রো, একদিন তোমার পুত্র ভরত রাজচক্রবর্তী হবে; ওরই নাম অনুসারে আমাদের দেশের নাম দেওয়া হবে।

অমর চিত্র কথা

তোমাদের মনের মতো রঙীন বই
অমর চিত্রকথা

প্রকাশিত তালিকা

• পুরাণ

লবকুশ
মহীরাবণ
পরশুরাম
নলদময়ন্তী
মীরাবাঈ
ভীষ্ম
গীতা
লঙ্কার রাজা রাবণ
ভীম ও হনুমান
ইন্দ্র ও শিবি
গান্ধারী
সাবিত্রী
কর্ণ
হরিশ্চন্দ্র
বালী
কুম্ভকর্ণ
দুর্গা
ঘটোৎকচ
আরুণি ও উতঙ্ক
মহাভারত
সূর্য
গঙ্গা
নচিকেতা
ধ্রুবঅষ্টবক্র
গণেশ
রামায়ণ
প্রহ্লাদ
কৃষ্ণের গল্প

• জীবনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সূরদাস
জয়দেব
কবীর
তানসেন
রামশাস্ত্রী
জয়প্রকাশ
বাবাসাহেব আম্বেদকার
লোকমান্য তিলক
বুদ্ধ
বিদ্যাসাগর
মহাকবি কালিদাস
বাঘাযতীন
সুভাষচন্দ্র বোস
বিবেকানন্দ

• ইতিহাস

বিক্রমাদিত্য
রসিক বীরবল
অশোক
ঝাঁসির রাণী
টিপু সুলতান
শিবাজী
বালাদিত্য ও যশোধর্মণ
জাহাঙ্গীর
শিবাজী
রাণাপ্রতাপ
চাণক্য
বুদ্ধিমান বীরবল
তানাজী

• কিংবদন্তী

শকুন্তলা
কপালকুণ্ডলা
রাজসিংহ
কাদম্বরী
স্বর্গীয় কণ্ঠহার
অঙ্গুলিমালা
বাঘ ও কাঠঠোক্‌রা
ধাত্রীপান্না ও হাদিরাণী
আম্রপালী ও উপগুপ্ত
শ্রীদত্ত
চন্দ্রললাট
রত্নাবলী
পঞ্চতন্ত্র
আনন্দমঠ
দেবীচৌধুরানী
সাতরঙা রাজপুত্র
হিতোপদেশ
জাতকের গল্প।

প্রতিখণ্ড ৩.০০ টাকা মাত্র

প্রকাশিতব্য:

শিবের গল্প
ভানুমতী পদ্মিনী

বাংলা সংস্করণের একমাত্র পরিবেশক:
উচ্চারণ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

Malay

AMAR CHITRA KATHA

HISTORY • MYTHOLOGY • LEGEND

11 KRISHNA
12 SHAKUNTALA
13 THE PANDAVA PRINCES
14 SAVITRI
15 RAMA
16 NALA DAMAYANTI
17 HARISCHANDRA
18 THE SONS OF RAMA
19 HANUMAN
20 MAHABHARATA
21 CHANAKYA
22 BUDDHA
23 SHIVAJI
24 RANA PRATAP
25 PRITHVIRAJ CHAUHAN
26 KARNA
27 KACHA
28 VIKRAMADITYA
29 SHIVA PARVATI
30 VASAVADATTA
31 SUDAMA
32 GURU GOBIND SINGH
33 HARSHA
34 BHEESHMA
35 ABHIMANYU
36 MIRABAI
37 ASHOKA
38 PRAHLAD
39 PANCHATANTRA I
40 TANAJI
41 CHHATRASAL
42 PARASHURAMA
43 BANDA BAHADUR
44 PADMINI
45 JATAKA TALES I
46 VALMIKI
47 GURU NANAK
48 TARABAI
49 RANJIT SINGH
50 RAM SHASTRI
51 RANI OF JHANSI
52 ULOOPI
53 BAJI RAO I
54 CHAND BIBI
55 KABIR
56 SHER SHAH
57 DRONA
58 SURYA
59 URVASHI
60 ADI SHANKARA
61 GHATOTKACHA
62 TULSIDAS
63 SUKANYA
64 DURGADAS
65 ANIRUDDHA
66 ZARATHUSHTRA
67 THE LORD OF LANKA
68 TUKARAM
69 AGASTYA
70 VASANTASENA
71 INDRA & SHACHI
72 DRAUPADI
73 SUBHADRA
74 AHILYABAI HOLKAR
75 TANSEN
76 SUNDARI
77 SUBHAS CHANDRA BOSE
78 SHRIDATTA
79 JATAKA TALES II
80 VISHWAMITRA
81 THE SYAMANTAKA GEM
82 MAHAVIRA
83 VIKRAMADITYA'S THRONE
84 BAPPA RAWAL
85 AYYAPPAN
86 ANANDA MATH
87 BIRBAL THE JUST
88 GANGA
89 GANESHA
90 CHAITANYA MAHAPRABHU
91 HITOPADESHA I
92 SAKSHI GOPAL
93 KANNAGI
94 NARSINH MEHTA
95 JASMA OF THE ODES
96 SHARAN KAUR
97 CHANDRAHASA
98 PUNDALIK & SAKHU
99 RAJ SINGH
100 PURUSHOTTAM DEV & PADMAVATI
101 VALI
102 NAGANANDA
103 MALAVIKA
104 RANI DURGAVATI
105 DASHARATHA
106 RANA SANGA
107 PRADYUMNA
108 VIDYASAGAR
109 TACHCHOLI OTHENAN
110 SULTANA RAZIA

Acquaint your children with their cultural heritage

111 SATI & SHIVA
112 KRISHNA & RUKMINI
113 RAJA BHOJA
114 GURU TEGH BAHADUR
115 PAREEKSHIT
116 KADAMBARI
117 DHRUVA & ASHTAVAKRA
118 KING KUSHA
119 RAJA RAJA CHOLA
120 DAYANANDA
121 VEER DHAVAL
122 ANCESTORS OF RAMA
123 EKANATH
124 SATWANT KAUR
125 UDAYANA
126 JATAKA TALES III
127 THE GITA
128 VEER HAMMIR
129 MALATI & MADHAVA
130 GARUDA
131 BIRBAL THE WISE
132 RANAK DEVI
133 MARYADA RAMA
134 BABUR
135 DEVI CHOUDHURANI
136 RABINDRANATH TAGORE
137 SOORDAS
138 PANCHATANTRA II
139 PRINCE HRITADHWAJA
140 HUMAYUN
141 PRABHAVATI
142 CHANDRA SHEKHAR AZAD
143 A BAG OF GOLD COINS
144 PURANDRA DASA
145 BHANUMATI
146 VIVEKANANDA
147 KRISHNA & JARASANDHA
148 NOOR JAHAN
149 ELEPHANTA
150 TALES OF NARADA
151 KRISHNADEVA RAYA
152 BIRBAL THE WITTY
153 MADHVACHARYA
154 CHANDRA GUPTA MAURYA
155 JNANESHWAR
156 BAGHA JATIN
157 MANONMANI
158 ANGULIMALA
159 THE TIGER AND THE WOODPECKER
160 TALES OF VISHNU
161 AMRAPALI
162 YAYATI
163 PANCHATANTRA III
164 TALES OF SHIVA
165 KING SHALIVAHANA
166 THE RANI OF KITTUR
167 KRISHNA & NARAKASURA
168 THE MAGIC GROVE
169 LACHIT BARPHUKAN
170 INDRA AND VRITRA
171 AMAR SINGH RATHOR
172 KRISHNA & THE FALSE VASUDEVA
173 KOCHUNNI
174 TALES OF YUDHISHTHIRA
175 HARI SINGH NALWA
176 TALES OF DURGA
177 KRISHNA AND SHISHUPALA
178 RAMAN OF TENALI
179 PAURAVA AND ALEXANDER
180 INDRA AND SHIBIRAJA
181 GURU HAR GOBIND
182 THE BATTLE FOR SRINAGAR
183 RANA KUMBHA
184 ARUNI AND UTTANKA
185 HITOPADESHA II
186 TIRUPPAN & KANAKADASA
187 TIPU SULTAN
188 DR. AMBEDKAR
189 THUGSEN
190 KANNAPPA
191 THE KING IN A PARROT'S BODY
192 RANADHIRA
193 KAPALA KUNDALA
194 GOPAL & THE COWHERD
195 JATAKA TALES IV
196 HOTHAL
197 THE RAINBOW PRINCE
198 TALES OF ARJUNA
199 CHANDRALALAT
200 AKBAR
201 NACHIKETA
202 KALIDASA
203 JAYADRATHA
204 SHAH JAHAN
205 RATNAVALI
206 JAYAPRAKASH NARAYAN
207 MAHIRAVANA
208 JAYADEVA
209 GANDHARI
210 BIRBAL THE CLEVER

Price: Rs. 3.00 each

Available at all bookstalls or
INDIA BOOK HOUSE Secunderabad-3 (For V.P.P. orders only)

Distributors in USA: GULMOHR BOOKS
Post Box 1414 Los Altos, Ca. 94022